

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সন্মুখে সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিনি,^১
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি^২
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে^৩—অজেয় জগতে—
উর্মিলাবিলাসী^৪ নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?^৫
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভূজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বান্দীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধু সহ ক্রৌঞ্চে নিবাদ বিধিলা,^৬
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাম্বা আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত^৭, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয়^৮ উদ্যাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সূচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্বর্গটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত শুভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র^৯ যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।^{১০} বুলিছে বলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে,
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা^{১১} সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা^{১২}—ঝালসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভূজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!^{১৩}
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি!^{১৪} মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি

১. অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষা যে নারীর। এখানে বাগদেবী সরস্বতীকে সন্বেদন করা হয়েছে। ২. রাক্ষস কুলের রত্ন স্বরূপ। ৩. মেঘগর্জনের ন্যায় রব যার সে মেঘনাদ। দেবরাজ ইন্দ্রেকে পরাজিত করে তিনিই ইন্দ্রজিৎ। ৪. ভর্মিলা যার প্রিয়পাত্রী সেই উর্মিলার স্বামী লক্ষ্মণ। ৫. শঙ্কা বা ভয় দূর করল। ৬. বান্দীকির কবিত্বশক্তি লাভের পৌরাণিক ঘটনা। ৭. বান্দীকির রত্নাকর নামে কুখ্যাত দস্যুজীবনের প্রসঙ্গ। ৮. মৃত্যুকে বিনি জয় করেছেন—মহাদেব ৯. ফণাধারী সাপকুলের ইন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ অধিপতি—বাসুকি। ১০. বাসুকি তাঁর মস্তকে পৃথিবী ধারণ করে আছেন এই পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১১. বিদ্যুৎ। ১২. রত্ন থেকে বিচ্ছুরিত হয় যে রশ্মি। ১৩. মহাদেবের কোপানলে মদনভাস্কর পৌরাণিক প্রসঙ্গ। ১৪. মহাভারতের প্রসঙ্গ—শূলহস্তে মহাদেব কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবশিবির পাহারা দিয়েছিলেন।

কাকলী লহরী, মরি। মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে।^{১৫}
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুঘিতে পৌরবে?^{১৬}

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথ তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভয়দূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাফুল আজি রাজকুলমণি
নৈকেষেয়।^{১৭} সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে। কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—

“নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বাধিল সম্মুখে রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাস্ত্রালী তরুণের?^{১৮}—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি।
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে।
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে

একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতাঃ, এ দূরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর। হব আমি নিশ্চল সমূলে
এর শরে। তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শত্ৰুসম ভাই কুন্তকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সুপর্ণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিনী জানকীরে আমি
আনিবু এ হৈম গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?”

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।^{১৯}

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ^{২০} বুধঃ^{২১})
কৃতাজলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে;—“হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অব্রভেদী^{২২} চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর

১৫. কৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রসঙ্গ। ১৬. যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার মানসে দানবশিল্পী ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসভা ও যজ্ঞসভা নির্মাণ করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী। ১৭. নিক্ষা নামে রাক্ষসীর পুত্র— রাবণ।

১৮. অসম্ভাব্যতা বোঝাতে এই উপমা—ফুলের পাপড়ি দিয়ে শালবৃক্ষ যেন ছেদন করা হয়েছে।

১৯. মহাভারতের পাণ্ডব ও কৌরবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গ। ২০. শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। ২১. জ্ঞানী ব্যক্তি।

২২. আকাশভেদী।

৭. নীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
 ষায়ায়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
 ৮. মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।”

উত্তর করিলা তবে লক্ষা-অধিপতি;—
 “গা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান”^{১০}
 পাষণ। জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
 ষায়ায়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
 কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
 অগোচ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
 তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
 ভাঙে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
 ঘণে কুবলয়ধন^{১১} লয় কেহ হরি।”

এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
 আদেশিলা,—“কহ, দূত, কেমনে পড়িল
 পমরে অমর-ত্রাস বীরবাহ বলী?”^{১২}

প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
 আরঙিলা ভগ্নদূত;—“হায়, লক্ষাপতি,
 কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী?
 কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা^{১৩}?
 ধনকল করী যথা পশে নলবনে,
 পশিলা বীরকুঞ্জর^{১৪} অরিদল মাঝে
 গনুজর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
 গরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব ছক্কারে।
 গনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে;
 গিহনাদে; জলধির কল্মোলে; দেখেছি
 ঋত ইরম্মদে^{১৫} দেব, ছুটিতে পবন
 লথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
 এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে।^{১৬}
 কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।—

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহ সহ
 গণে, যুথনাথ সহ গজযুথ যথা।
 ঘন ঘনাকারে^{১৭} ধূলা উঠিল আকাশে,—
 মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুবি
 গগনে; বিদ্যুতঝালা-সম চকমকি
 উড়িল কলস্কুল^{১৮} অস্তর প্রদেশে
 শশশনে।— ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহ!
 ১৯. যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?

এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
 পুত্র তব, হে রাজন! কত ক্ষণ পরে,
 প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
 কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
 বাসবের চাপ^{২০} যথা বিবিধ রতনে
 খচিত,” —এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
 ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
 পূর্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।

অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাঘব,
 মন্দোদরীমনোহর;—“কহ, রে সন্দেশ-
 বহু^{২১} কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
 দশাননায়ুজ শূরে দশরথায়ুজ?”

“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরঙিল
 ভগ্নদূত, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
 কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
 অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যাক্ষ^{২২}, সরোষে
 কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লক্ষ্যদিয়া
 বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
 কু মারে। চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
 উথলিল, সিদ্ধ যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
 নিঘোষে^{২৩}! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
 ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর^{২৪} মাঝারে
 অযুত! নাদিল কষু^{২৫} অশ্বরাশি-রবে^{২৬}!—
 আর কি কহিব, দেব? পূর্বজন্মদোষে,
 একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ
 কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
 কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
 হৈমলক্ষা-অলঙ্কার বীরবাহ সহ
 রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
 ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
 রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।”

এতেক কহিয়া শুদ্ধ হইল রাক্ষস
 মনস্তাপে। লক্ষাপতি হরষে বিষাদে
 কহিলা; “সাবাসি, দূত। তোর কথা শুনি,
 কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
 সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
 কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?

১০. প্রধান সভাসদ। ২৪. পদ্ম উৎপাটনের পরে জলে ভাসমান বিপর্যস্ত পদ্মের নাল। ২৫. বীরত্ব।

১৬. হস্তীর ন্যায় বলশালী বীরশ্রেষ্ঠ। ২৭. বজ্রাঘি—বিদ্যুৎ ২৮. ধনুকের ছিলায় শব্দ। ২৯. ঘন মেঘের ন্যায়।

৩০. বাণের ঝাঁক। ৩১. দেবরাজ ইন্দ্রের ধনুক। ৩২. দূত। ৩৩. পুত্ররাজ সিংহ।

৩৪. বায়ু ও সমুদ্রের চিরজন দ্বন্দ্ব—কবি কল্পনা। এই প্রসঙ্গে গ্রীক পুরাণের কাহিনী দ্বারা কবি প্রভাবিত।

৩৫. চমনির্মিত ঢাল ৩৬. শব্দ। ৩৭. সাগর জলের গর্জন।